প্রতিমা
চিত্রকলা মন্দিরের

দর্পচূর্ণ

23-2-51

প্রতিমা চিত্র কলা-মন্দিরের

• দর্পচূর্ণ •

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতির "সমাজ"
নাটক অবলম্বনে

একমাত্র স্বত্বাধিকারী : শ্রীহরিপ্রিয় পাল

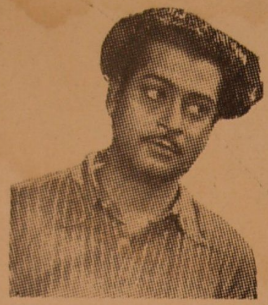

...পর্দ্দার অন্তরালে...

প্রযোজনা : সুধীরবন্ধু প্রোডাক্সন্স
পরিচালনা : অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী : দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দধর : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরসৃষ্টি : পণ্ডিত কালীকিঙ্কর
খগেন দাশগুপ্ত
রবীন্দ্রসঙ্গীত : অনাদি দস্তিদার
গীতিকার : চারু মুখোপাধ্যায়
অমরনাথ বসু
সম্পাদক : সুকুমার মুখোপাধ্যায়
শিল্পনির্দ্দেশক : মদন গুপ্ত
রসায়নশিল্পী : জগৎ রায় চৌধুরী
আলোক নিয়ন্ত্রণে : বিমল দাস
স্থির-চিত্রে : সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপকার : সুধীর দত্ত
ব্যবস্থাপক : সুধাংশু চক্রঃ, পশুপতি কুণ্ডু
প্রচার সচিব : বিশ্বাবসু রায় চৌধুরী

...পর্দ্দার উপরে...

সন্ধ্যারাণী, রবীন মজুমদার,
পাহাড়ী সান্যাল, শান্তি সান্যাল।

এ ছাড়া

বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ), তুলসী চক্রবর্ত্তী, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, আশু বোস, পশুপতি কুণ্ডু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, জীবন মুখোপাধ্যায়, অজিত মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ, কানাই ভট্টাচার্য্য, অপর্ণা দেবী, রাজলক্ষ্মী (বড়), মায়া বসু, সন্ধ্যা দেবী, তারা ভাদুড়ী, সন্ধ্যা-মালতী, কুমারী হাসিরাণী, কালীদাসী প্রভৃতি

—ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ—

পরিচালনা : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও অমর বসু। চিত্রশিল্পে : বীরেন কুশারী, চুনিলাল চট্টোপাধ্যায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। শব্দযন্ত্রে : দুর্গা মিত্র ও জগদীশ চক্রবর্ত্তী। সুরসৃষ্টিতে : শ্যামল দাশগুপ্ত। ধারারক্ষায় : দীপক চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনায় : দেবীদাস গঙ্গোপাধ্যায়। রূপসজ্জায় : সুরেশ রায়। সাজসজ্জায় : সন্তোষ নাথ। রসায়নাগারে : নিরঞ্জন সাহা, জগবন্ধু বসু, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, দুর্গা বসু ও নবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় : চারু ভাদুড়ী। প্রচার শিল্পে : কাশীনাথ দত্ত। অঙ্কন শিল্পে : প্রচারবন্ধু.....

ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে গৃহীত

কাহিনী

—◈—

পুরাণপাড়া বাঙলা দেশের এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটি ব্রাহ্মণপ্রধান। ধর্ম্মদাস গাঙ্গুলী এই গ্রামেরই জমিদার। সনাতনপন্থী জমিদার ধর্ম্মদাস একটি বৃহৎ সমাজের মধ্যে রক্ষণশীলতার স্তম্ভস্বরূপ। ধর্ম্মদাস পাশ্চাত্যশিক্ষায় পারদর্শী; কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা তাঁর প্রাচ্যশিক্ষার পাণ্ডিত্যকে স্তিমিত করতে পারে নি। বৃহৎ সমাজের উপর তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব! যান্ত্রিকগতিতে সমাজ চলেছে তার প্রবহমান রীতি ও নীতির সনদ বহন ক'রে। এমনি দিনে চিরাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ালো গ্রামেরই এক ছেলে—মহিম। শিক্ষায় দীক্ষায় তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। সংস্কারের ঊর্দ্ধে তার মন। দেহে তার কান্তি, চোখে মুখে তার প্রতিভার ছাপ, ললাটে তার প্রগতিশীলতার অভিজ্ঞান।

সুরু হয় সংঘাত। নূতন ও পুরাতনের নীতিগত পার্থক্য টেনে আনে কত প্রশ্ন! ধর্ম্মদাসের স্থাপিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ মহিমের টলে ওঠে। যে সব ছেলের নীতিশিক্ষার ভার তার উপরে, সে নিজেই যদি হিন্দুর চলিষ্ণু শাস্ত্রধারা অমান্য ক'রে সমাজগর্হিত কোন কাজ করতে পারে—ধর্ম্মদাসের মতে তাঁর উচিত প্রধান শিক্ষকের আসনটি শূন্য ক'রে দিয়ে সংস্কারপন্থী কোন নবাগতকে ছেড়ে দেওয়া। হলোও তাই।

মহিম বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। এর অন্তরালে রয়েছে একটি মেয়ে। জন্মের জন্য দায়ী সে। মহিম তাকেই বিয়ে করেছিল,—সে মাধবী।

মাধবীকুঞ্জে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এলো। কুঞ্জ রইলো পড়ে—মাধবী চলে গেল স্বামীর হাত ধরে দূরে বহুদূরে—বাঙলার সামাজিক নির্দ্দয়তার নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে সুদূর পশ্চিমে—লক্ষ্ণৌ সহরে।

এদিকে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে ধর্ম্মদাসের ধর্ম্মমন্দিরে! কালস্রোতের গতি সবার অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে যায় তার নিজস্ব পথে—মানুষের দূরদৃষ্টির অন্তরীক্ষে! ধর্ম্মদাসের সুখের ঘরে লাগে ভাঙ্গন! ধূমকেতুর মত সেখানে উদয় হয় অধীর। আর একটি মেয়ে,—লতিকার জীবনের সুললিত ছন্দে বাধা পড়ে। জমিদারের ঘরণী, ধর্ম্মদাসের গৃহাঙ্গণা—অবশেষে একদিন এসে দাঁড়ায় পথের ধারে। লতিকার স্বচ্ছ মনের কোণে অতীতের প্রতিবিম্ব এক বিলীয়মান সুরকে জাগিয়ে তোলে। দুঃস্বপ্নের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত ক্রমশঃ স্পষ্ট হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে—কিন্তু তার জন্য কে দায়ী? ঐ নির্ম্মাল্যের মত শুদ্ধ যার মন, বুকভরা যার অপত্য স্নেহ—যার সর্ব্বদেহ ও মনে এক স্বামীর ধ্যান—দায়ী কি সেই হতভাগিনী? কে দায়ী? দায়ী কি মহিম? দায়ী কি অধীর? দায়ী কি ধর্ম্মদাস?—না, দায়ী—সমাজের অন্ধ সংস্কার?

সঙ্গীত

— কণ্ঠ দিয়েছেন —
শ্রীরবীন মজুমদার
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী

— এক —

আমি ঝরা ফুল—
আমি চৈতের ঝরা ফুল গো
আমি ঝরা ফুল,
বিরহিনী বুল বুল, বিরহিনী বুল বুল।

আমি বাসরের ফুলহার,
শ্রাবণের মেঘভার,
দিগন্তে ঐ পথহারা নদীকুল,
বিরহিনী বুল বুল, বিরহিনী বুল বুল,
আমি চৈতের ঝরা ফুল গো
আমি ঝরা ফুল—
বিরহিনী বুল বুল।

উদাসী—
আমি উদাসী বাঁশরী প্রেমের পিয়ারী।
আমি নদী জল,
নেচে চলি ছল্ ছল্—
মাধবীর কুঞ্জে প্রিয় ফুটেছে মুকুল,
বিরহিনী বুল্ বুল্ বিরহিনী বুল্ বুল্।
আমি চৈতের ঝরা ফুল গো
আমি ঝরা ফুল—
বিরহিনী বুল্ বুল, বিরহিনী বুল বুল।

— দুই —

ঝরা পাতা গো আমি তোমারি দলে,
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায় মন্ত্র
আমার হিয়া তলে।
ঝরা পাতা গো বাসন্তী রং দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ,
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মত আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ো রঙীন করি,
অন্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে।

— তিন —

দোলে রাধা-কৃষ্ণ দোলে
ফুলের দোলনায়,
দোলে শ্যামরায় দু'জনায়।
শ্যামের বাহুতে বাঁধা
আবেশে রয়েছে রাধা—
চাঁদ যেন দিল ধরা নীল যমুনায়
দোলে শ্যামরায় দু'জনায়···
ছন্দে ছন্দে নাচে আনন্দে ময়ূর ময়ূরী,
পিউ পিউ পিউ পিউ রবে গায় শুকসারী,
ললিতা বিশাখা দেয়
দোলা ঝুলনায়,
দোলে শ্যামরায় দু'জনায়

— চার —

নমঃ নারায়ণ হে মধুসূদন হে মধুসূদন
গোলোক বিহারী
নমঃ নারায়ণ।
জগন্নাথ প্রভু জগতের বন্ধন,
রাখিনু পদতলে সতুলসী চন্দন—
শুদ্ধ পবিত্র চিত্ত আজি মোর তিরপিত
শান্তি হৃদয়ে জাগে একি বলিহারী।
নমঃ নারায়ণ হে মধুসূদন হে মধুসূদন
গোলোক বিহারী
নমঃ নারায়ণ।

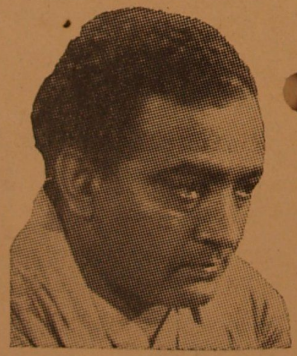

— পাঁচ —

ভগবান্
ভগবান্ মেরী নেইয়া
উস্ প্যার ল্যগা দেনা
অব্ ত্যক্ তো
অব ত্যক্ তো নিভাই হায়
আজভী নিভা দেনা
উস্ প্যার ল্যগা দেনা ॥
হামোর ব্যন্‌কে ব্যন্ ব্যন্
নাচা ক্যরুঙ্গী সোয়ামী
তুম্ শ্যাম ঘটা ব্যন্ কর
উস্ ব্যনমে উঠা ক্যরনা
উস্ প্যার ল্যগা দেনা ॥

— ছয় —

ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল
লাগল যে দোল্,
স্থলে জলে বনতলে
লাগল যে দোল,
দ্বার খোল, দ্বার খোল্।
রাঙাহাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
দ্বার খোল্ দ্বার খোল্ ।
বেণুবন মর্ম্মরে দখিন বাতাসে
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে।
মৌমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা,
মাধবী বিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল
দ্বার খোল্ দ্বার খোল্।

গুরুদেবের দুইখানি গান :—(১) ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে। (২) ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল।

মূল্য ঃ দুই আনা

প্রচার সচিব শ্রীবিশ্বাবসু রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। শ্রীগোপীনাথ মাইতি কর্ত্তৃক
শচী প্রেস—৭নং আশুতোষ দে লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।